দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 1 1 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। মাতৃ ভাষাকে যদি শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হিসাবে সর্বত্র প্রচলন করা যায় তাহলে মাতৃভাষার প্রকৃত মর্যাদা ও স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি কথা আছে, "যে জাতি তার জন্মের ইতিহাস জানে না, সে জাতি কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না"। তেমনি একথাটি সম্পূর্ণরূপে ভাষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে জাতি তার ভাষার ইতিহাস ও ভাষার প্রকৃত মর্যাদা দিতে জানে না, সে জাতির জাতিসত্তাই ভিত্তিহীন।

১৯৫২ সালে এক রক্তাক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষার মর্যাদা রাখতে গিয়ে সৃষ্টি হয় ভাষা আন্দোলন ও একটি ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস শুধু ইতিহাস হয়েই আমাদের কাছে সম্মান পেয়েছে। সেই রক্তাক্ত অধ্যায়ের পরিশীলিত রূপ আজো আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়নি। উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রেও এমন কতোগুলি বিষয় আছে, যার বাংলারূপ দিয়ে সে বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার কোন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। এর মূল কারণ, ভাষা ক্ষেত্রে আমাদের অবহেলা। সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনসহ এই অবহেলা দূর করতে না পারলে ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহীদদের আত্মোৎসর্গের মর্যাদা দেয়া যাবে না। আজ বিশ্বের বহু দেশ আমাদের ভাষা আন্দোলনের স্মরণীয় ইতিহাস জেনে বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভাষা শিক্ষা নিচ্ছেন। এটা আমাদের জন্য খুবই আনন্দের বিষয়।

সাথে সাথে আমাদের বাংলা ভাষার জন্য বহির্বিশ্ব কার্যক্রম সম্প্রসারিত হলে এবং বাংলা ভাষার লালিত্যে উজ্জীবিত করা গেলে সারাবিশ্বে এর ব্যাপক ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যেতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় আদ্যাবধি আমাদের দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্য বিষয়েও পুরোপুরি বাংলার ব্যবহার করা যায়নি। অথচ বাংলা ভাষার মতো এতোগুলো বর্ণমালা আর কোন ভাষাতে নেই। ভাষার লালিত্য এবং উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও এর কোন ত্রুটি নেই। তার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে এদেশের সাংস্কৃতি। বাংলা ভাষার অপরূপ লালিত্যের দ্বারাই মনের ভাব ও আবেগ প্রকাশ করা যায়। এজন্য বাংলা ভাষা আমাদের বিরাট গর্ব। এই গর্ব করতে গিয়েই ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ হয়েছিল ছাত্র-জনতা। আর সেই থেকে শুধু ফেব্রুয়ারী মাসেই বাংলা ভাষার 'চৌকিদারী' তোলপাড় ধ্বনি বেজে ওঠে।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রচলন করে সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার সাথে সাথে বিদেশী ভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখলে বাংলা ভাষা তার মর্যাদায় অক্ষুণ্ন থাকতে পারে। অধিকন্তু উচ্চতর ডিগ্রী ক্ষেত্রেও বিশেষ কোন ডিগ্রী ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষা ব্যবহার করে আমাদের গর্ববোধ করার চেয়ে মাতৃ ভাষায় এই ডিগ্রী লাভ করতে পারলে তার চেয়ে অনেক বেশী গর্ববোধ করা যেতো। এই রুদ্ধ দ্বার খুলে (শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রেই নয়) সর্বস্তরে বাংলা ব্যবহার ও প্রচলন করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

—মোস্তফা খান